দর্শনায় পৃথক ভাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী পালিত

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় পৃথক পৃথক ভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের উদ্দগ্যে নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

এ উপলক্ষ্যে আজ রবিবার (১৭ মার্চ) সকাল ৯ টায় দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের দলীয় কার্যলয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন, চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর, দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ন সম্পাদক ও নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফ, আওয়ামীলীগ নেতা, বিল্লাল হোসেন, সোলায়মান কবির, জয়নাল আবেদীন নফর, দাউদ হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, দর্শনা কলেজ ছাত্রলীগনেতা পারভেজ, লোমান, মিল্লাত, অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কলেজ ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন তপু।

শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য বলেন, বঙ্গবন্ধু মানুষের হৃদয়ে চলার পথের বাতিঘর হয়ে থাকবেন । তাঁর আদর্শ ও দর্শন আমরা যতদিন অনুসরণ করে চলবো ততদিন এ জাতি পিছু পা হবে না। বঙ্গবন্ধু না হলে আমরা স্বাধীনতা পেতাম না। স্বাধীননতার সুফল প্রত্যেক ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া আমাদের অঙ্গীকার হোক।

অপরদিকে দর্শনা ঐতিহ্যবাহী কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর নানা আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল ৯ টায় দর্শনা কেরুজ ক্লাব মাঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, জি এম কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়া, ফাইন্যাস অর্থ আব্দুস ছাত্তার, মিল কারখানার মহা ব্যাবস্থাপক সুমন কুমার সাহা, দর্শনা চিনিকলের মহা ব্যাবস্থাপক প্রশাসন এডি এম ইউসুফ আলী, কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী

ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদসহ শ্রমিক কর্মচারী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই (এমপি) বর্নাঢ্য জীবনাবসান

ঝিনাইদহ-১ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো: আব্দুল হাই মারা গেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না লিল্লাহে রাজিউন)।

আজ শনিবার (১৬ মার্চ) থাইল্যান্ডের বামরুনদগ্রাদ হাসপাতালে ব্যাংককের স্থানীয় সময় সকাল ৭ টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৭৮ বছর। মৃত্যুর বিষয়টি থাইল্যান্ডে অবস্থান করা তার ব্যক্তিগত সহকারী শহিদুল ইসলাম নিশ্চিত করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ মেয়ে ২ ছেলেসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আব্দুল হাই এমপির শৈলকুপা উপজেলার মহম্মদপুর গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। পিতা ফয়জুদ্দিন মোল্লা ও মাতা ছকিরন নেছা দম্পতির ৩ ছেলে ও ২ মেয়ের মধ্যে সবার ছোট তিনি। তার শিক্ষাজীবন শুরু পাশর্^বর্তী মির্জাপুর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে ৫শ্রেণী পাশ করার পর ভর্তি হন বসন্তপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। মাধ্যমিক পাশ করার পর ভর্তি হন ঝিনাইদহ কেশবচন্দ্র কলেজে। সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে বিএ পাশ করেন তিনি। বসন্তপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত অবস্থায় তিনি রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ১৯৬৮ সালে তৎকালীন মহকুমা ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পান তিনি। বিপদে-আপনে ছুটে যান কর্মীদের পাশে। সেই থেকে তার জনপ্রিয়তা শুরু। ১৯৬৯ সালে সরকারি কেসি কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি নির্বাচিত হন। একই বছর তিনি বৃহত্তর যশোর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ঝাপিয়ে পড়েন মুক্তিযুদ্ধে। সেখানেও তিনি নেতৃত্বের

স্বাক্ষর রাখেন। স্বাধীনতা বিরোধীদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে জীবন বাজি রেখে তিনিই ঝিনাইদহে স্বাধীন বাংলার প্রথম পতাকা উত্তোলন করেন। দেশ স্বাধীনের পর তিনি ঝিনাইদহ যুবলীগের আহবায়ক ও ১৯৭৩ সালে যুবলীগের ঝিনাইদহ মহকুমার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আশির দশকে জেলা আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। পরে ১৯৮৭ সালে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং পরবর্তীতে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৯৬ সালে জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৯৮ সালে সম্মেলনের মাধ্যমে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ঝিনাইদহ-১ আসন (শৈলকুপা) থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় আসে। সেই নির্বাচনে সারাদেশে মাত্র ৫৮টি আসনে বিজয় লাভ করে আওয়ামী লীগের প্রার্থী। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আসন ছিল বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই এর শৈলকুপা আসন।

স্বাধীনতার টানা ৩০ বছর পর তিনি বিএনপির হাত থেকে শৈলকুপা আসনটি উদ্ধার করে আওয়ামী লীগের দখলে নেন। তিনি ২০০১ সালে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের আহবায়ক নির্বাচিত হন। ২০০৫ সালে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন আব্দুল হাই এমপি। ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী হিসেবে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১২ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত তিনি মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হয়ে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১৫ সালের কাউন্সিলে দ্বিতীয় বারের মতো ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন ও ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পেয়ে একাদশ সংসদ নির্বাচনেও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০২২ সালে জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে তৃতীয়বারের মতো জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। সর্বশেষ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন তিনি।

আব্দুল হাইয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, ঝিনাইদহ -২ আসনের সংসদ সদস্য নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুলসহ জেলার নানা শ্রেণী পেশার

মানুষ। তার জানাযা ও দাফনের বিষয়টি পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের নির্বাচনী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দারের নির্বাচন প্রস্তুতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের কার্যালয়ে এই নির্বাচন প্রস্তুতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী মে মাসের শুরু থেকে কয়েক ধাপে দেশব্যাপী উপজেলা নির্বাচনের ভোট গ্রহনের ঘোষণা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এ ঘোষণার পর চুয়াডাঙ্গায় সদর উপজেলা যুবলীগের সকল নেতাকর্মীদের নিয়ে এই নির্বাচন প্রস্তুতি ও মতবিনিময় সভা করেন তিনি।

মনোয়নপত্র দাখিলের দিন তারিখ ঠিক করার আগেই আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এই নির্বাচন প্রস্তুতি ও মতবিনিময় সভা করেন নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার।

এই নির্বাচন প্রস্তুতি ও মতবিনিময় সভায় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য হাফিজুর রহমান হাপুর প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় ও চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম লাভলুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার।

এ সময় তিনি বলেন আগামী চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচন হবে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ। তাই নির্বাচন সামনে রেখে সবাইকে

ঐক্যবদ্ধ্য হয়ে কাজ করতে হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে একটি করে কেন্দ্র কমিটি গঠন করতে হবে। নির্বাচন আচরণ বিধি লঙ্ঘন হয় এমন কোন কাজ করা যাবে না। আগামী উপজেলা পরিষদ নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। এই নির্বাচনের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা বাসীর ভাগ্য যেমন নির্ধারণ হবে তেমনি সকলে একসাথে কাজ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হাতকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

এসময় বক্তারা বলেন, নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার ছাত্র জীবন থেকে রাজনীতি করে এই পর্যায়ে আসছেন।তিনি একজন পরিছন্ন রাজনীতিবিদ। বর্তমানে তার যোগ্য নেতৃত্বে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশনা মোতাবেক চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগ আজ দেশের ভিতরে সুসংগঠিত একটি জেলা। আমরা জানি নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী’র নির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক থেকে সাধারণ মানুষের মাঝে যেমন জনপ্রিয় তেমনি অনেক উন্নয়ন করেছেন। আমাদের অভিভাবক তিনি এবং আমাদের শেষ ঠিকানা। তাই আমরা চাই আগামী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জয় লাভের মাধ্যমে এই সেবা আরও বেশি ভোগ করবে এবং নিরাপদে থাকবে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা বাসী।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহ্বায়ক সামসুদ্দোহা মল্লিক হাসু, জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আজাদ আলী, আবুবক্কর সিদ্দিক আরিফ, তপন কুমার বিশ্বাস, নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বিপুল জোয়ার্দ্দার।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা পীরু মিয়া, শেখ শাহি, বিপুল জোয়ার্দ্দার, চুয়াডাঙ্গা পৌর ২ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি দরুদ হাসান, জুয়েল জোয়ার্দ্দার, ছাত্রলীগের সাবেক নেতা রামীম হোসেন সৈকত, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য শেখ রাসেল, তানভীর রেজা টুটুল, দিপু বিশ্বাস, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক গ্রন্থনা ও প্রকাশনা উপ-সম্পাদক শেখ আনোয়ার, ইমরান ফেরদৌস, মোঃ কাফি।

আরও উপস্থিত ছিলেন আলুকদিয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা শান্তি, ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা মুক্তার হোসেন, সানোয়ার হোসেন, আসমাউল, মানোয়ার মেম্বার, পান্না, শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ মেম্বার, সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফুজ, ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা মমিন,

পদ্মবিলা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি হুমায়ুন কবির বনফুল, সাধারণ সম্পাদক জান্টু, সহ-সভাপতি বিপ্লব হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন মেম্বার, ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা রুবেল, আমান, ফাহাদ, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা রিংকু, স্বপন, মমিনপুর ইউনিয়ন যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল মমিন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক লিপুউজ্জামান ছোট, ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা বঙ্গ, মিরাজ মাস্টার, মাখালডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা ফিরোজ আহমেদ, জাকির, তিতুদাহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি রাশেদ রেজা, সাধারণ সম্পাদক নেয়ামত মল্লিক, গড়াই টুপি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি রাশেদুজ্জামান পলাশ, সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন চাঁদ মেম্বার,

নেহালপুর ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা রহিদুল ইসলাম, এনামুল, টোটো, বেগমপুর ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা ওয়ালিউল ইসলাম প্রকাশ, মিলন, টুটুল, রেজা, তুহিন, সহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ।

আলমডাঙ্গার বধ্যভূমি পরিদর্শনে ও নেতাকর্মিদের সাথে মতবিনিময় এমপি ছেলুন

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন আলমডাঙ্গার বধ্যভূমি পরিদর্শন ও নেতাকর্মিদের সাথে মত বিনিময় করেছেন।

তিনি গতকাল সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে বধ্যভূমিতে এসে বধ্যভূমি পরিদর্শন শেষে মত বিনিময় করেন। মত বিনিময়কালে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,আওয়ামীলীগ হলো মাটি ও মানুষের সংগঠন।

এ সংগঠনের তৃণমূলের কর্মিরা হলো অত্যন্ত নিবেদিত। তাদের তেমন কোন চাওয়া পাওয়া নেই। তারা আওয়ামীলীগকে হৃদয়ে ধারণ করে। যার প্রমাণ তারা বার বার দিয়েছে। এবারের নির্বাচনেও তারা আওয়ামী লীগকে ভালোবেসে, শেখ হাসিনার প্রতি আস্তা রেখে নৌকায় ভোট দিয়ে

আমাকে আবারও নির্বাচিত করেছে। তাদের এই ভালোবাসার ঋণ শোধ হবার নয়। তৃণমূলের নেতাকর্মিদের নৌকার প্রতি যে আস্তা তার প্রতিদান আমাদের দিতে হবে।

তিনি বলেন,বঙ্গবন্ধু এই দেশকে সোনার বাংলা গড়ে তোলার যে স্বপ্ন দেখতেন তাঁর সেই স্বপ্ন আজ বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদেরকেও মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে। দুঃখি মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।উল্লেখ্য জননেতা সোলায়মান হক জোয়ার্দার সম্প্রতি বিদেশে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরেই তার নিজ এলাকা চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গায় ফিরে আসেন।

মতবিনিময়কালে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস,বন ও পরিবেশ বিষয়ক সমরপাদক সহিদুল ইসলাম, সাবেক সদস্য সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহসভাপতি লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,সাবেক উপপ্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন,ইউপি চেয়ারম্যান আসিকুর রহমান ওল্টু,সোহানুর রহমান সোহান,শেখ আসাদুল হক মিকা,প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু,সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম,জেলা মৎসজীবিলীগের সভাপতি শাহাবুল ইসলাম, আওয়ামীলীগ নেতা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী ঠাণ্ডু রহমানউৎপলনহক, আব্দুল মালেক, কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি, জয়নাল আবেদীন, পৌর কাউন্সিলর ও উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক আলাল উদ্দিন, সাবেক জেলা পরিষদ সদস্য মিজানুর ররহমান,যুবলীগের উপজেলা যুগ্ম আহবায়ক ডিটু, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুল হক, ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল হোসাইন বাদশা, পাপন রহমান, গোলাম সারোয়ার শামিম, লাভলু, শরিফুল মেম্বার প্রমুখ।

এর আগে এমপি ছেলুন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাসের সাথে দাপ্তরিক কাজের বিষয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তিতে এমপি ছেলুন শিক্ষাঙ্গের বেহাল দশার কথা তুলে ধরেন।এখন থেকে আমাদের সকলকে প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিতে তদারকি বাড়াতে হবে। ভবিষৎ প্রজন্মকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে অভিভাবকদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এরপর বধ্যভুমি পার্কের নকসা দেখেন এবং অচিরেই বধ্যভুমি শিশু পার্কের কারার সংকল্প ব্যাক্ত করেন।

দামুড়হুদায় উপজেলা নির্বাচনী মতবিনিময় সভায় সবার সমর্থন চাইলেন আলী মুনছুর বাবু

আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী প্রচারণায় মাঠ নেমেছেন বর্তমান দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু। দলীয় নেতাকর্মি সহ সর্বস্তরের মানুষের সাথে করেছেন কূশল বিনিময়, চাচ্ছেন দোয়া, সমর্থন ও ভোট। উপজেলার দলীয় নেতাকর্মি ও জনপ্রতিনিধি সহ সর্বস্তরের মানুষের সাথে মতবিনিময়সভা করেছেন।

গতকাল রবিবার বেলা ১১ টার দিকে। নিজ আয়োজন দর্শনা অডিটরিয়াম কাম কমিউনিটি সেন্টার চত্তর অনুষ্ঠিত এ সভায় অনুষ্ঠানের আয়োজক আলী মুনছুর বাবু হৃদয় ছোয়া বক্তব্যে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সারাদেশে যে উন্নয়নের জোয়ার বইছে, এ জোয়ারের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে দামুড়হুদাকে মডেল উপজেলা রুপান্তিত করা আমার লালিত স্বপ্ন। এবারো আপনাদের সমর্থন ও ভালবাসা পেলে ইনশালল্লাহ সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবো সকলকে সাথে নিয়ে।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্রোর সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্যে দেন, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযাদ্ধা রুস্তম আলী, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলী, আব্দুল করিম, শফিকুল ইসলাম শফি, কামাল উদ্দিন, নাজিম উদ্দিন, সাবেক চেয়ারম্যান শাহ এনামুল করিম ইনু।

দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের যুগসম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্যে দেন, আওয়ামী লীগ নেতা আবু সাঈদ খোকন, হামিদুল্লাহ বিশ্বাস, শফিকুর রহমান, শফিউল কবীর ইউসুফ, আব্দুল কাদের, বরকত আলী, আবু তালেব, জিয়াউল হক, বিল্লাল হোসন, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হানান ছোট, দর্শনা পৌর কাউন্সিলর সাবির হোসন মিকা। উপস্তিত

ছিলেন, উপজেলা যুবলীগের সহসভাপতি সোলায়মান কবীর, সহসম্পাদক আব্দুল মানান খান, দর্শনা পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ আসলাম আলী তোতা, মামুন শাহ, আব্দুস সালাম ভূট্রা, দর্শনা পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম ববি, কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি নাহিদ পারভজ, অপু সরকার প্রমুখ।

আজিজুল হককে ভাইসচেয়ারম্যান পদে কৃষকলীগের নেতৃবৃন্দের সমর্থন ঘোষণা

আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে ঘিরে কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সদস্য আজিজুল হক স্বতন্ত্র ভাইসচেয়ারম্যান প্রার্থী হওয়ায় আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর কৃষকলীগের নেতৃবৃন্দ তাকে সমর্থন ঘোষণা করেছেন।

আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে কুমারি ইউনিয়নের কামালপুর বটতলা মোড়ে এক আলোচনা ও মতবিনিময় সভায় নেতৃবৃন্দরা তাদের মতামত ঘোষণা করেন।

এসময় উপস্থিত নেতৃবৃন্দরা জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা প্রতিক বিহীন উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তারই ধারাবাহিতায় আওয়ামীলীগের পাশাপাশি কৃষকলীগের পক্ষ থেকে ও আজিজুল হককে স্বতন্ত্র হিসেবে ভাইসচেয়ারম্যানে প্রার্থী হয়ে নির্বাচন মাঠে লড়বেন। উপজেলার সকল নেতৃবৃন্দ ঐক্যজোট হয়ে আজিজুল হককে নির্বাচিত করার লক্ষ্যে ভোটের মাঠে থাকবে।

মতবিনিময় ও আলোচনা সভায় পৌর কৃষক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সৌমেন্দ্রনাথ সাহার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সদস্য আজিজুল হক।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক খন্দকার বজলুল করিম, কৃষক লীগ নেতা একরামুল হক বুলু, উপজেলা কৃষক লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মোতালেব।

পৌর কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক সাহাবুল হকের উপস্থাপনার বক্তব্য রাখেন কৃষক লীগ নেতা আমিরুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম, জাহিদ জলিল, হাতেম আলী, আজিবুর রহমান, আব্দুল ওহাব, বাবু অসিত কুমার, হাবিবুর রহমান, রজব আলী, বিপ্লব চন্দ্র দাস, আইয়ুব আলী, ফজলুর রহমান, মইদুল ইসলাম, রতন আলী, রকিব উদ্দিন, রাজু আহমেদ প্রমুখ।

আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন চুন্নু আর নেই

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বোরহান উদ্দিন চুন্নু ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ শুক্রবার রাত ১১ টার দিকে তিনি ঢাকার কুর্মিটোলা হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। এর আগে ঢাকাতে অবস্থানরত অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হলে কুর্মিটোলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মরহুম বোরহান উদ্দিন চুন্নু আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের তিনবারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান । তিনি তিন পুত্র সন্তানের জনক ছিলেন। তাঁর বাবা প্রয়াত ডা. মহিউদ্দিনও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন।

দর্শনায় পৌর আওয়ামীলীগের আয়োজনে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ

পালিত

দর্শনায় ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে দিবসটি পালন করা হয় দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের দলীয় কার্যালয়ে। জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় পৌর আওয়ামীলীগের কার্যালয়ে।

বিকালে দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন, দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক, দামুড়হুদা উপজলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলীর সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্নসম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফ, আওয়ামীলীগ নেতা শফিকুল আলম, হাজি ইদ্রিস আলী, কামাল উদ্দিন আহমদ সান্টু জয়নাল আবদীন নফর, কেরুজ শ্রমিক নেতা মনিরুল ইসলাম প্রিন্স, দামুড়হুদা উপজলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হানান ছোট, দর্শনা পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ আসলাম আলী তোতা, দর্শনা পৌর প্যানেল মেয়র রবিউল হক সুমন প্রমুখ।

আওয়ামীলীগ নেতা বিকাশ মন্ডলের বিরুদ্ধে টিসিবি’র কার্ড দেবার নামে প্রতারণার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নিত্যানন্দপুর গ্রামে (ট্রেড কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ) টিসিবি কার্ড করে দেয়ার নামে প্রতারণা করে গণ হারে চাঁদা আদায়য়ের অভিযোগ উঠেছে ওই গ্রামের আওয়ামীলীগ নেতা বিকাশ মন্ডল নামের এক ব্যাক্তির বিরুদ্ধে।

বিকাশ মন্ডল ধানখোলা ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি। গ্রামের দুস্থ ও অসহায়দের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা প্রতারণা

হাতিয়ে নেয় নিরঞ্জন মন্ডলের ছেলে বিকাশ মন্ডল। বিকাশ মন্ডলের এই চাঁদা আদায়ে সহায়তা করেন ওই গ্রামের মিখা মন্ডল। অথচ টাকা আদায়ের কয়েক মাস পেরিয়ে গেলেও আজও টিসিবি কার্ড ভাগ্যে জোটেনি চাঁদা প্রদানকারি অসহায়দের কপালে। প্রতি জনের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা। টাকা উত্তোলনের প্রয়োজনীয় প্রমানাদী সাংবাদিকদের কাছে থাকলেও তা আংশিক অস্বীকার করেন বিকাশ মন্ডল।

জানাগেছে, দেশের বিভিন্ন জেলায় দরিদ্র পরিবারের জন্য সরকার স্বল্প মুল্যে খাদ্য সহায়তা (ট্রেড কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ) টিসিবি কার্যক্রম চালু করেন। উক্ত কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে মেহেরপুর জেলায়। এর ধারাবাহিকতায় গাংনী উপজেলয় প্রায় ৩৮ হাজার পরিবার টিসিবির সুফল পাচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে।

উপজেলার ৯টি ইউনিয়নে ধারাবাহিক ভাবে টিসিবি পন্য বিতরণ করা হয় পৃথক পৃথক ভাবে॥ গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নে প্রায় ৪ হাজার পরিবার এর আওতাভুক্ত। অথচ সরকারের এই সফলতাকে পুঁজি করে অসহায় মানুদের কাছ থেকে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা পর্যন্ত গণহারে চাঁদা আদায় করেন আওয়ামীলীগ নেতা বিকাশ মন্ডল।

সরেজমিনে নিত্যানন্দনপুর গ্রাম ঘুরে জানা যায় বিকাশ মন্ডলের অনেক অবিযোগের কথা। ওই গ্রামের খুশি মন্ডল জানান, টিসিবির কার্ড করে দেয়ার কথা বলে তার কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, মহন মন্ডলের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, শুকুমারি মন্ডলের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, সমিতা রানীর কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, মার্থা মন্ডলের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, আরতির কাছ থেকে-৭৫০ টাকা, মেরি মন্ডলের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, ঝুনু মন্ডলের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, মুক্তা মন্ডলের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, শুরভির কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, বিজয় মন্ডলের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, চামেলি সরকারের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, অঞ্জলির কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, রতন সরকারের স্ত্রীর সাথে নেয়া হয় ৪ জনের জন্য ৩০০০ টাকা। শুধু নাম প্রকাশ কারিরাই নয়, এভাবে পুরো গ্রাম বাসীরে কাছ থেকেই ৭৫০ টাকা করে আদায় করেন বিকাশ মন্ডল। টাকা নেয়ার কয়েক মাস পেরিয়ে গেলেও আজও তাদের ভাগ্যে জোটেনি টিসিবি’র কার্ড। এ নিয়ে গ্রাম বাসীদের মধ্যে দানা বেধেছে ক্ষোভ আর কষ্টের।

নাম প্রকাশ না করার শর্ত দিয়ে গ্রামের অনেকেই জানান, বিকাশ মন্ডল আওয়ামীলীগ নেতার পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন কাজের অজুহাতে গ্রামে এভাবে

টাকা তোলেন। তার প্রতিবাদ করার কেউ নেই। যদি কেউ প্রতিবাদ করেন তাকে নানা ভাবে হয়রানী করেন বিকাশ মন্ডল ও তার বাহিনীর লোকজন। গ্রামবাসীরা আরও জানান, বিকাশ মন্ডল গ্রামর কয়েকজনকে নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করেছে। তাদেরকে নিয়ে নানা অপকর্ম করে পার পেয়ে যাচ্ছে। কেউ তার ভয়ে মুখ খোলার সাহস পাচ্ছেনা। বিষয়টি প্রশাসনের দৃষ্টি দেয়ার দাবী এলাকাবাসীর।
বিকাশ মন্ডল বলেন, আমি টাকা নিয়েছি ঠিকই, তবে ৭৫০ টাকা নয়, ২৫০ টাকা। এ টাকায় যাদের কার্ড রয়েছে তাদের কার্ড পুনরায় অনলাইন করতে হবে। সেই অনলাইন করতে যে টাকা খরচ হয়েছে সে টাকায় নেয়া হয়েছে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য গোলাম মস্তফা জানান, ওই গ্রামে টিসিব কার্ড বিষয়ে বিকাশ মন্ডলের দায়িত্ব দিয়েছেন চেয়ারম্যান। টাকা নেয়ার বিষয়টি আমি জানিনা। যদি গরিব মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে থাকে তা খুবই দুঃখ জনক ও অমানবিক।

ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান মো: আব্দুর রাজ্জাক জানান, টাকা নেয়ার বিষয়টি জানিনা। এমন অভিযোগ পেলে বিকাশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা জানান, হত দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে এভাবে টাকা আদায়ের কোন নিয়ম নেই। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জীবননগরে এমপি টগরকে সংবর্ধনা প্রদান

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে টানা ৪র্থ বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় হাজী আলী আজগর টগরকে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর উপজেলা পরিষদের আয়োজনে উপজেলা চত্বরে এক আলোচনা সভা শেষে এই সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ, সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম মোর্তুজা, সহকারী কমিশনার (ভূমি) তিথী মিত্র, পৌর মেয়র রফিকুল ইসলাম, ভাইস-চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকী, জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি এস এম জাবিদ হাসান, জীবননগর পৌর সভার সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম, মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খাঁন সুরোদ্দীন, উথলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান, বাঁকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান, রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাহাজ্জদ মির্জা, হাসাদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রবি বিশ্বাস, আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মির্জা লিটন, সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিল্টন মোল্লাসহ ইউপি সদস্য, বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকগন উপস্থিত ছিলেন ।

এদিকে আলোচনা সভা শেষে জীবননগর উপজেলা পরিষদ, উপজেলা প্রশাসন ও ইয়ুথ এ্যাসেম্বলির পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন উপজেলা মাধ্যমিক অধিদপ্তরের মাধ্যমিক একাডেমিক সুপার ভাইজার আব্দুর জব্বার।